অধ্যাপক গোলাম আযম

মযবুত ঈমান

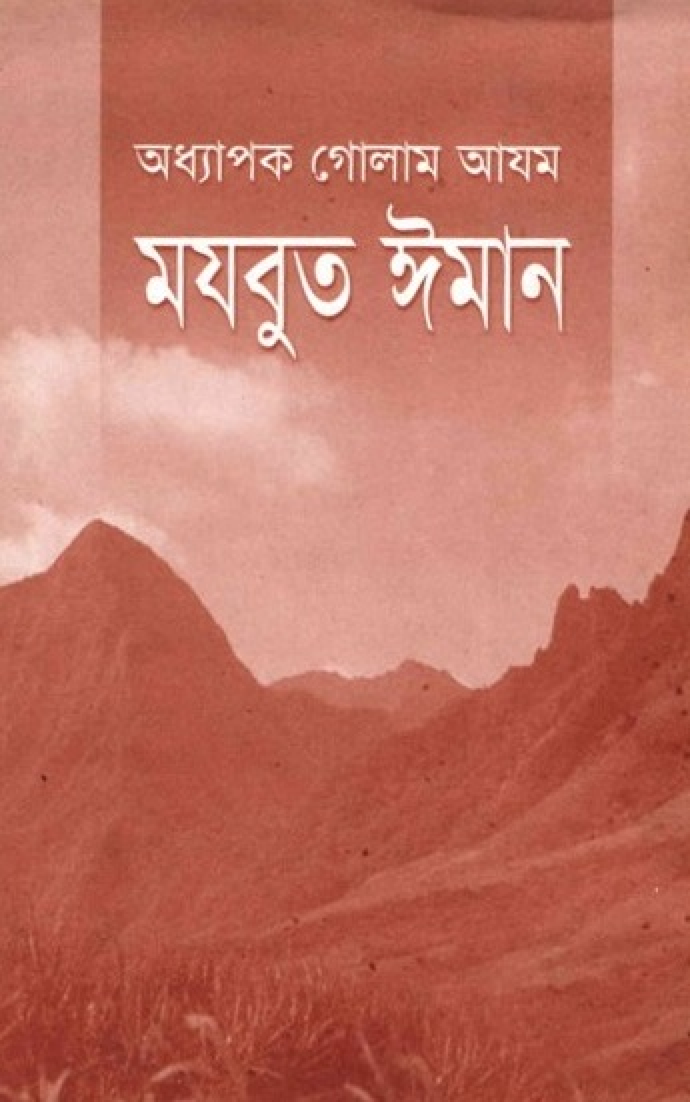

www.icsbook.info

www.pathagar.com

বইটির পটভূমি

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝা সত্ত্বেও ইসলামের দাবি পূরণে অনেকেই ব্যর্থ হয়। ধীরে সুস্থে বিবেক-বুদ্ধি যথাযথভাবে প্রয়োগ করে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হবার পর কেউ কেউ আবার পিছিয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসেবে বেশ কিছুদিন সক্রিয় ভূমিকা পালনের পরও একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ছাত্রজীবনে নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেও কর্মজীবনে আর এগুতে চায় না।

বিস্ময় ও বেদনার সাথে আমি এ সব লক্ষ্য করে দীর্ঘদিন কারণ তালাশ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈমানের দুর্বলতাই এর জন্য দায়ী। ঈমানের দাবি কী, কোন্ পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে এবং মজবুত ঈমানের কী কী শর্ত রয়েছে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

গত কয়েক বছরে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় পুরুষ, মহিলা, ছাত্র ও ছাত্রীদের সমাবেশে 'মযবুত ঈমান' শিরোনামে বহুবার আলোচনা করায় বিষয়টি আমার নিকট আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। বিষয়টি এখন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তাই এ বিষয়টিকে পুস্তিকাকারে পরিবেশন করার প্রয়োজন বোধ করছি।

দুর্বল শরীর নিয়ে যেমন কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না, দুর্বল ঈমান নিয়েও ঈমানের কোন দাবি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই যারা ঈমানের দাবিদার তাদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

এ বড় আশা নিয়ে আমি লিখছি যে, যারা একবার ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয় তারা যদি ঈমান সম্পর্কে এ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে তাহলে কেউ আল্লাহর রহমতে ঈমানের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হবে না। মানুষে মানুষে যোগ্যতার পার্থক্য আছে এবং থাকবে। ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল না হলে প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন।

গোলাম আযম

জুন, ২০০২

www.pathagar.com

মযবুত ঈমান

এ বিষয়টি ছয়টি পয়েন্টে বিভক্ত করে আলোচনা করতে চাই।

১. ঈমান মানে কী? বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়? বিশ্বাসের সংজ্ঞা কী? কর্মের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক কী? বিশ্বাস কত রকম হতে পারে?

২. মানব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

৩. ইসলামে ঈমান সম্পর্কিত বিষয় (ঈমানিয়াত) কী কী? কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে চাইলে তাকে কী কী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে?

৪. আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে কেমন সম্পর্ক কায়েম হয়?

৫. ঈমান কী কারণে দুর্বল হয়? কোন্ পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে?

৬. মযবুত ঈমানের শর্ত কী কী? কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে ঈমান মযবুত হয়?

১. ঈমান মানে কী?

ঈমান আরবী শব্দ। এর সহজ অর্থ হলো বিশ্বাস। বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ধরুন এক পরিচিত লোক এসে আমাকে বললেন, "ভাই, আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিন। আমি এক মাস পরই ফেরত দিয়ে যাব।"

এক মাস পর টাকাটা ফেরত দেবে কি-না সে বিষয়ে আমার সরাসরি জানা নেই। আমি তাকে কী বলবো? তাকে তো আর একথা বলা যায় না যে, এক মাস পর ফেরত দেন কি-না আগে দেখে নিই। তাহলে তাকে কী বলব? আমার কাছে লোকটি ধার চেয়েছে, হয় তাকে ধার দেব, আর না হয় ধার দিতে অস্বীকার করব। ধার দেব কি দেব না এ বিষয়ে কিভাবে আমি সিদ্ধান্ত নেব? টাকা সত্যি ফেরত দেবে কি-না সে বিষয়ে ডাইরেক্ট নলেজ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান তো নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি তাকে যতটুকু জানি তাতে আমার মনে এ বিশ্বাস হয় কি-না যে লোকটি ওয়াদা পালন করবে। যদি তার উপর আমার বিশ্বাস হয় যে, এ লোক টাকা ফেরত দেবে তাহলে আমি তাকে ধার দেব। অর্থাৎ ধার দেবার সিদ্ধান্তটার ভিত্তিই হলো বিশ্বাস।

www.pathagar.com

যদি তার অতীত আচরণ থেকে তার উপর আমার এ বিশ্বাস না হয় যে টাকাটা ফেরত দেবে, তাহলে আমি ধার দেব না। আমি যে তাকে অবিশ্বাস করলাম তাও পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে। তাকে ধার দিতে অস্বীকার করলে সে নিশ্চয়ই বলবে, "আমাকে বিশ্বাস করেন না?" আমি যে তাকে অবিশ্বাস করলাম, এটাও কিন্তু বিশ্বাস। অর্থাৎ আমার বিশ্বাস যে সে টাকা ফেরত দেবে না। তাকে আমি টাকা দিলামই না। কী করে জানলাম যে, সে টাকা ফেরত দেবে না? পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই আমি এ বিশ্বাসে পৌঁছেছি।

তাহলে বিশ্বাসের সংজ্ঞা কী দাঁড়াল? যে বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই, অথচ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে; তখন পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এরই নাম বিশ্বাস।

একটি বড় উদাহরণ

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে কি-না এ বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই। কিন্তু এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকারও উপায় নেই। যদি মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন থাকে তাহলে আমাকে সে হিসাব মনে রেখেই দুনিয়ায় চলতে হবে। যদি না থাকে তাহলে বেপরোয়া চলা সহজ মনে হতে পারে। তাই এ বিষয়ে চুপ থাকার উপায় নেই। হয় আছে মনে করতে হবে আর না হয় নেই বলে ধারণা করতে হবে এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেব? কেউ ঐ পার থেকে ফিরে আসে না। এপার থেকে উঁকি মেরে দেখাও সম্ভব নয়। পরকাল একেবারেই অদৃশ্য। পবিত্র কুরআনে অনেক সূরায় শুধু আখিরাতকে বিশ্বাস করার জন্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এসব জ্ঞানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায় যে, পরকাল অবশ্যই আছে।

পরকাল সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান নেই, অথচ এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই ঐ সিদ্ধান্ত পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। এভাবেই অদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্তটাই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের তিন অবস্থা

যে দুটো উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এর ভিত্তিতে বিশ্বাসের তিনটি অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

১. ইতিবাচক বিশ্বাস

(ক) আমার বিশ্বাস হয় যে, লোকটিকে ধার দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

(খ) আমার বিশ্বাস হয় যে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে।

www.pathagar.com

২. নেতিবাচক বিশ্বাস

(ক) আমার বিশ্বাস যে, লোকটি ধার নিলে টাকা ফেরত দেবে না।

(খ) আমার বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই।

৩. সন্দেহ

(ক) লোকটি টাকা ফেরত দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

(খ) মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতেও পারে, নাও হতে পারে।

সন্দেহ মানে কোন রকম বিশ্বাস এখনো জন্মেনি। ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বিশ্বাস না হওয়াই সন্দেহ।

বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক

বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যে ধরনের বিশ্বাস হয়, সে অনুযায়ীই কর্ম হয়ে থাকে। বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম হয় না। বিশ্বাস তিন রকম হলেও কর্ম তিন রকম হয় না। ইতিবাচক বিশ্বাসের কর্ম এক রকম। আর নেতিবাচক বিশ্বাস ও সন্দেহের ভিত্তিতে কর্ম একই রকম হয়। যেমনঃ যদি আমার বিশ্বাস হয় যে, লোকটি টাকা ফেরত দেবে তাহলে আমি তাকে টাকা ধার দেব।

যদি বিশ্বাস হয় যে, ফেরত দেবে না তাহলে আমি তাকে ধার দেব না। সন্দেহ হলেও ধার দেব না।

যে রকম বিশ্বাস হয় সে অনুযায়ীই কর্ম হয়। কর্মের পেছনে অবশ্যই বিশ্বাস রয়েছে। বিশ্বাস ছাড়া কর্ম হতে পারে না। বিশ্বাসের বিপরীতও কর্ম হয় না। বিশ্বাস ও কর্ম একেবারেই ঘনিষ্ঠ।

২. মানব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

সরাসরি জ্ঞানের উৎস হলো পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এ দ্বারা অতি সামান্য জ্ঞানই হাসিল করা যায়। শুধু এটুকু জ্ঞানের দ্বারা মানুষের জীবন চলে না। সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মানুষকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়।

১. শৈশবে মা বলে দিয়েছেন যে, অমুক আমার বাবা। বিশ্বাস করেছি। এ বিষয়ে সরাসরি জ্ঞানের কোন সুযোগ নেই।

২. বাংলা ভাষা শিখবার জন্য অ, আ, ক, খ'তে বিশ্বাস করেই এ ভাষা শিখতে হয়েছে।

৩. অসুখ হলে ডাক্তারের উপর বিশ্বাস না করলে চিকিৎসা পাওয়া অসম্ভব।

৪. ফসল হবে এ কথা বিশ্বাস না হলে কৃষক চাষাবাদই করতে পারবে না।

www.pathagar.com

৫. বিচারকের মনে স্বাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে আসামী দোষী বলে বিশ্বাস সৃষ্টি হলেই শাস্তি দেয়, বিশ্বাস না হলে বা সন্দেহ হলে শাস্তি দেয় না।

৬. যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে। তবু মানুষ আরও বেঁচে থাকবে বিশ্বাস করে বলেই জীবন সচল আছে।

৭. মানুষে মানুষে সম্পর্ক বিশ্বাসের উপরই কায়েম থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-ভাইয়ে সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক সবই বিশ্বাস নির্ভর।

হিসাব করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বাস ছাড়া একদিনও মানুষ চলতে পারে না। বিশ্বাসই গোটা জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

না দেখে বিশ্বাস করি না

আজব মগজের এমন কিছু লোক আছে যারা বহু বিষয়েই বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের বেলায় বলে, "না দেখে বিশ্বাস করি না।"

মযবুত ঈমান সম্পর্কে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সমাবেশে আলোচনাকালে "না দেখে বিশ্বাস করি না" কথাটার অসারতা প্রমাণ করার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমার হাতের মুঠোয় এক গুচ্ছ চাবি রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলি, "আমি দাবি করে বলছি যে, আমার হাতে এক গুচ্ছ চাবি আছে, তোমরা কি এ কথা বিশ্বাস কর?" ছেলেরা বলে, "হাঁ বিশ্বাস করি।" আবার জিজ্ঞেস করি, " কেন বিশ্বাস কর?" জওয়াবে বলে, আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি মিথ্যা বলেন না। তাই আপনি যখন বলছেন, চাবি আছে তখন আমরা এ কথা বিশ্বাস করি।"

মুষ্টি খুলে চাবিটি দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করি, এটা চাবি তা বিশ্বাস কর? তখন কেউ কেউ বলে ফেলে, "হাঁ বিশ্বাস করি।" আমি তখন বলি, যখন চাবিটি অদৃশ্য ছিল তখনই বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিলো। চাবিটি দেখার পর বিশ্বাসের আর প্রয়োজন রইল না। যারা দেখার পরও বিশ্বাস করি বলেছ তারা বিশ্বাসের বাজে খরচ করেছ। দেখলে আর বিশ্বাসের দরকার হয় না। না দেখলেই বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

তাই "না দেখে বিশ্বাস করি না" কথাটি একেবারেই হাস্যকর ও অযৌক্তিক। বোকাদের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব। কোন নাস্তিকও তার মাকে এ কথা বলতে পারবে না, "মা ছোট সময় না বুঝে তোমার কথা মেনে নিয়ে বিশ্বাস করেছি যে অমুক আমার বাবা, এখন আমি না দেখে কোন কিছু বিশ্বাস করি না। তাই আমাকে দেখাও কেমন করে ঐ লোক আমার বাবা।" এ কথা না দেখেও বিশ্বাস করে। শুধু আল্লাহর বেলায় না দেখে সে বিশ্বাস করে না।

www.pathagar.com

বাস্তব জীবনে বিশ্বাস ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ, ওয়াহী, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি বিরাট বিরাট বিষয়ে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

জ্ঞান চর্চা বিশ্বাস দিয়েই শুরু হয়

সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু আল্লাহই জানেন। هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ — তিনিই শুরু, তিনিই শেষ।

যে কোন জ্ঞান চর্চা করতে হলে প্রথমেই কতক বিষয়কে বিশ্বাস করতে হয়।

A, B, C, D বা ا، ب، ت، ث যেভাবে লেখা আছে এগুলোকে বিনা যুক্তিতে মেনে নিয়েই ভাষা শেখা শুরু করতে হয়। কেউ যদি তর্ক করে যে এভাবে কেন অন্যভাবে লিখলে দোষ কী? তাহলে তার ভাষা শেখা শুরু করাই সম্ভব হবে না।

জ্যামিতি পড়তে হলে প্রথমেই কতক Axiom বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হয়। যেমন বিশ্বাস করতে হয় যে, বিন্দুর (Point) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কোনটাই নেই; তবু বিন্দুর অস্তিত্ব আছে। যদিও পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী এটা একেবারেই অযৌক্তিক। তথাপি এটা বিশ্বাস না করলে জ্যামিতি শেখা শুরুই করা যায় না।

বিজ্ঞান চর্চা প্রথমে হাইপথেসিস (কল্পনা, অনুমান) দিয়েই শুরু হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নিউটন সম্পর্কে জানা যায় যে, ফলের বাগানে বসা অবস্থায় তাঁর সামনে গাছ থেকে একটা আপেল নিচে পড়লো। এর আগেতো বহুবার তিনি আপেল পড়তে দেখেছেন; কিন্তু সেদিন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো যে, উপরেও শূন্য নিচেও শূন্য। তাহলে ফলটি উপরের দিকে না যেয়ে নিচের দিকে নামল কেন? তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে যা বস্তুকে আকর্ষণ করে। এভাবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা হয়।

জ্ঞানের ময়দানে কোন বিষয়েই জ্ঞানের শুরু বা শেষ মানুষের আয়ত্তে নেই। প্রথমে বিশ্বাস দিয়ে জ্ঞান চর্চা শুরু হয় এবং একটি পর্যায় পর্যন্ত যেয়ে চর্চা থেমে যায়। জ্ঞানের শেষ পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য মানুষের নেই।

www.pathagar.com

৩. ইসলামের ঈমান সম্পর্কিত বিষয় কী কী?

ইসলাম গ্রহণ করতে হলে বা মুসলিম হতে হলে ৭টি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে। ইসলামের ঈমান বলতে এ সাতটি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। এগুলোকে ঈমানে মুফাস্‌সাল অর্থাৎ বিস্তারিত ঈমান বলা হয়। আরবীতে এগুলোকে শিখতে হয়।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

অর্থঃ আমি নিম্ন বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনলাম : আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিন (পরকাল), তাকদীরের ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন।

ঈমানের প্রধান বিষয় তিনটি : তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। ঐ ৭টি বিষয় এ তিনটিরই অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের মধ্যে শামিল রয়েছে তিনটি– আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও তাকদীর। রিসালাতের মধ্যে দুটি– কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ। আর আখিরাতের মধ্যে দুটি– শেষ দিন ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন।

তাওহীদের মধ্যে আল্লাহর সাথে ফেরেশতাকে এ জন্যই শামিল করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করা হতো। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহর দাস ও কর্মচারী মাত্র। তারা আল্লাহর কোন ক্ষমতায় সামান্যতম শরীকও নয়। তাদের সম্পর্কে এ ধারণা থাকলে আল্লাহর সাথে কোন দিক দিয়েই তাদেরকে শরীক করার আশঙ্কা থাকে না।

তাকদীর মানে সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত তিনি করেন, সেটাই তাকদীর। মানুষের জীবনে ভাল ও মন্দ যা-ই ঘটে তা আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ঘটে থাকে। সেখানে অন্য কোন শক্তির হাত নেই। আল্লাহর এই একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব তাওহীদেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বাস্তব রূপ কী?

আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে বান্দাহর বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্ককে সূরা আন-নাস এ তিনভাবে প্রকাশ করেছেন।

(ক) رب الناس — মানুষের রব বা প্রতিপালক। যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ইত্যাদি। আর মানুষ তাঁর দয়ার ভিখারি, তাঁর একান্ত অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত।

www.pathagar.com

(খ) مَلِكِ النَّاسِ — মানুষের বাদশাহ। তিনি রাজা, আর মানুষ তাঁর প্রজা। কোন অবস্থায়ই কারো পক্ষে তাঁর রাজত্বের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তাঁর রাজ্যের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানে মানুষ আবদ্ধ। ভাল বা মন্দ কিছু করার ইচ্ছা ও চেষ্টার ইখ্‌তিয়ারটুকু শুধু মানুষকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ সমাধা করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কর্ম সমাধা করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হলেই মানুষ কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। কর্ম সম্পন্ন না হলেও এর বদলা পাবে। ইচ্ছা ও চেষ্টার সামান্য ইখ্‌তিয়ারটুকু ছাড়া আল্লাহ তাঁর প্রজাকে আর কোন ক্ষমতাই দেননি।

(গ) اِلٰهِ النَّاسِ — আল্লাহই মানুষের একমাত্র ইলাহ, মাবুদ, হুকুমকর্তা, প্রভু ও মুনীব। তাঁর হুকুমের বিরোধী কোন হুকুম মানার অধিকার মানুষের নেই। রাসূল (স) বলেন, لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টাকে অমান্য করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য চলে না।"

এসব সম্পর্কের স্বাভাবিক দাবি

যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর উপর ঈমান আনে তার ঈমানের দাবি সে পূরণ করতে সক্ষম হয়।

(ক) সে আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে নেয়। যা কিছু সে দুনিয়ায় ভোগ করে এর জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর প্রতিই জ্ঞাপন করে। তার দেহে যত নিয়ামত আছে, তার অন্তরে যত সুকামনা আসে, তার মনে যত সুচিন্তা আসে, নেক কাজের যত ইচ্ছা মনে জাগে, সৎকাজের জন্য চেষ্টা করার যতটুকু তাওফীক হয়, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যা কিছু ব্যবহার করা ও ভোগ করার সুযোগ সে পায়, এ সকল বিষয়েই সে একমাত্র আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানায়। একমাত্র তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে এবং মনে তাঁরই অনুগ্রহের তৃপ্তি বোধ করে। প্রতিটি নিঃশ্বাসই তাঁর দয়া বলে অনুভব করে। প্রতিটি আপদ-বিপদকে তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে। সে আল্লাহকেই একমাত্র রিযক্‌দাতা ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। কঠিন মুসীবতেও সে পেরেশান হয় না। কোন অবস্থায়ই তাঁর রব থেকে নিরাশ হয় না। সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ রেখেছেন বলে বিশ্বাস করে। একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করে মনে সান্ত্বনা বোধ করে।

(খ) সে আল্লাহকে একমাত্র বাদশাহ মনে করে এবং আর কোন শক্তির পরওয়া সে করে না। কোন বড় শক্তিই তার নিকট বড় নয়। যিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ সে নিজকে তাঁরই স্নেহভাজন প্রজা মনে করে। কারো দাপটে সে ভীত হয় না।

www.pathagar.com

আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তিকে ভয় করার সামান্য প্রয়োজনও সে বোধ করে না। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে বলে সে মনে করে না। সে পরম সাহসী ও চরম নির্ভীক। দুনিয়া ও আখিরাতে সে আল্লাহকেই একমাত্র ওয়ালী বা স্নেহপরায়ণ অভিভাবক মনে করে। সর্বাবস্থায় সে অন্তরে প্রশান্তি বোধ করে। কোন অবস্থায়ই বিচলিত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না। নিজেকে সে আল্লাহর সৈনিক মনে করে এবং তাঁর বাদশাহর রাজত্ব কায়েম করা ও কায়েম রাখা সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করে। আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু উৎখাত করার জযবা রাখে।

সে আল্লাহ তাআলাকেই আর সব কিছু থেকে বেশি ভালবাসে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেয়ে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা তার থাকে না। মালিকের সন্তুষ্টির জন্য জান কুরবান করার মধ্যেই সে গৌরব বোধ করে। শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যে জান ও মাল কুরবান করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই জান্নাত লাভের সোপান মনে করে।

(গ) আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বলে বিশ্বাস করে। তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম পালন করতে সে এক বিন্দুও প্রস্তুত নয়। তাঁর আদেশ পালন করা ও তাঁর নিষেধ থেকে নিজকে বিরত রাখাই তার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের একমাত্র উপায় বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ বলে সে মনে করে। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আর কোন বিকল্প উপায় আছে বলে সে বিশ্বাস করে না।

৫. কীভাবে ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেয়?

আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান থাকলে আল্লাহর সাথে যে সব সম্পর্ক গড়ে উঠে এ সম্পর্কের দাবি পূরণ করাই মুমিনের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের দাবি পূরণে সে-ই ব্যর্থ হয় যার ঈমান দুর্বল। তাই প্রত্যেক মুমিনেরই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, কোন্ পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে। যখনই ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেবে তখনই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এটা বিরাট কথা। এ বিষয়ে চরম সতর্কতা প্রয়োজন।

আল্লাহ পাক দুনিয়ায় বহু কিছুর সাথে আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক গড়েছেন। সে সব সম্পর্ক ত্যাগ করার অনুমতিও তিনি দেননি। বরং এ সব সম্পর্ককে তিনি সজ্জা বলে ঘোষণা করেছেন।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۔ ذٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۔

www.pathagar.com

অর্থ ঃ মানুষের জন্য তাদের পছন্দসই জিনিস নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, পালিত পশু ও চাষের জমি খুবই কামনার বিষয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব দুনিয়ার ক'দিনের জীবিকা মাত্র। আসলে যা ভাল আশ্রয় তা তো আল্লাহর কাছেই আছে। (আলে ইমরান ঃ ১৪)

এসব ভালবাসার বিষয় দ্বারা মানুষের জীবনকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করলেন। এসব ভালবাসার সজ্জাকে ত্যাগ করে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হবে। দুনিয়ায় যে সব জিনিসের সাথে আল্লাহ নিজে এ ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, এসব ভালবাসার পরিমাণও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। ঐ পরিমাণের চেয়ে বেশি ভালবাসলেই ঈমান দুর্বল হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

অর্থ ঃ (হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি যা তোমরা পছন্দ কর—(এ সব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত করেন না। (আত তাওবা ঃ ২৪)

এ আয়াতে অতি স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার ভালবাসার জিনিসগুলোকে কী পরিমাণ ভালবাসা যাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি ভালবাসলেই ঈমান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে। যখন ঐ আটটি জিনিসের ভালবাসা এ তিনটির চেয়ে বেশি হবে তখনি ঈমানের বিপদ। আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের ভালবাসার সাথে ঐ ৮টি জিনিসের ভালবাসার যখনি টক্কর হবে তখন তিনটির ভালবাসা অধিক বলে প্রমাণ দিতে পারলে ঈমান নিরাপদ থাকবে। ঐ আটটির ভালবাসা নিষিদ্ধ নয় বরং কর্তব্য। কিন্তু তিনটির চেয়ে ঐ আটটির ভালবাসা বেশি হলেই প্রমাণিত হবে যে, ঈমান দুর্বল।

একটি চমৎকার উদাহরণ এ কথাটিকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে দেয়। পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না বলেই এ কথাটি বলা হয়। কিন্তু মানুষ কি পানিতে ডুবে মরে না? তাহলে পানিকে জীবন বলা যায় কী করে? আসল কথা

www.pathagar.com

হলো, এক বিশেষ পরিমাণ পানি অবশ্যই জীবন। এ পরিমাণের বেশি হলে পানিই মরণ।

তেমনিভাবে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে ঐ আটটি জিনিষের ভালবাসা কম হলে এটাই ঈমানের জীবন। আর ৩টি থেকে ৮টির ভালবাসা বেশি হলেই ঈমানের মরণ।

আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি দায়িত্ব পালনের পথে যখন ঐ আটটি ভালবাসার বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন ঐ দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা দূর করতে পারলে, অর্থাৎ তিনটির ভালবাসার খাতিরে যদি আটটির ভালবাসা কুরবানী দেওয়া যায় তাহলে প্রমাণিত হবে যে ঈমান দুর্বল নয়। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ তখন আর ঈমানের দাবি পূরণ করার শক্তি থাকে না।

সম্পদ ও সন্তানকে আল্লাহ সজ্জাও বলেছেন, ফিতনাহও বলেছেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

"মাল ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সজ্জা।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৬)

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ .

"নিশ্চয়ই তোমাদের মাল ও সন্তান ফিতনাহ" (আত তাগাবুন ঃ ১৫)

ঐ আটটি ও তিনটির ভালবাসায় যদি ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান জীবনের সজ্জা। আর যদি আটটির ভালবাসা বেশি হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান ফিতনাহ। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর হুকুম পালনে বাধাকেই ফিতনা বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ– পরীক্ষা, বিপদ, গোলযোগ, আকর্ষণ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

সূরা আল-মুনাফিকূনের দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ শুন! তোমাদের মাল ও আওলাদ (সম্পদ ও সন্তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে না দেয়।" এ সবের ভালবাসায় এমন মগ্ন হয়ে যেয়ো না যার কারণে ঈমানের দাবি পূরণে অবহেলা হয়ে যায়।

৬. মযবুত ঈমানের শর্ত কী কী?

মযবুত ঈমানের প্রধান শর্ত দুটো ঃ

(ক) শিরকমুক্ত ঈমান বা নির্ভেজাল তাওহীদ।

(খ) ঈমানের দাবিদারকে তাগূতের কাফির হতে হবে।

www.pathagar.com

সুতরাং মযবুত ঈমানের অধিকারীকে তাওহীদ, শির্ক ও তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হবে।

তাওহীদ ও শির্ক

তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিভাষা হলো শির্ক। তাওহীদ শব্দের অর্থ হলো অদ্বিতীয়তাবাদ। সাধারণত এর অর্থ করা হয় একত্ববাদ। এ অর্থটি ত্রুটিপূর্ণ। আরবী ওয়াহেদ শব্দের অর্থ এক, আর আহাদ অর্থ অদ্বিতীয়। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ — বল যে আল্লাহ অদ্বিতীয়। একের পর দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা রয়েছে। তাই একত্ববাদ বললে মূল মর্মটি বুঝায় না। অদ্বিতীয় মানে যার কোন সমকক্ষ নেই, এমনকি যার সাথে তুলনা করার মতোও কেউ নেই।

তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে শির্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ তাওহীদ মানেই শির্ক না থাকা। তাওহীদের সবচেয়ে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাই হলো শির্কমুক্ত ঈমান। যেমন আলোর সহজ সংজ্ঞা হলো অন্ধকার না থাকা। তাই শির্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা কাফির। যারা শির্ক করে তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে না। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তা বা শক্তিকে বিভিন্নভাবে শরীক করে। তাদেরকে মুশরিক বলা হয়।

শির্ক শব্দটির অর্থ হলো শরীক করা। আল্লাহর সাথে কী কী ভাবে শরীক করা হয় তা বুঝতে পারলে শির্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে।

মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল-আনআমের ১২৮নং টীকায় শির্ক সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন এর সমমানের কোন আলোচনা আমি পাইনি। কুরআন মজীদে শত শত আয়াতে শিরকের কথা আছে এবং ঐসব জায়গায়ই টীকাও আছে। আমার জানা মতে সূরা আল-আনআমের ১২৮নং টীকাটিতে শিরকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অন্যান্য শত শত টীকায় কোথাও ১০% কোথাও ৫০% ভাগ ব্যাখ্যা আছে। ১২৮ নং টীকাটি ভালভাবে হজম করতে পারলে অন্যান্য টীকা পড়ার দরকারই হবে না। আমি সে ব্যাখ্যাটিই এখানে পেশ করছি।

শির্ক ৪ প্রকার

যারা আল্লাহর সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করে তারা ৪ ধরনে এ কাজটি করে।

(ক) شِرْكٌ فِى الذَّاتِ — আল্লাহর সত্তার (Person) সাথে শরীক করে।

www.pathagar.com

যেমন কাউকে আল্লাহর পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী সাব্যস্ত করে। কুরআনে আছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ـ

"ইয়াহুদীরা হযরত ওযায়িরকে আল্লাহর পুত্র বলে। আর খ্রিস্টানরা মসীহ (আ) কে আল্লাহর পুত্র বলে।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩০)

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর মা হযরত মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর স্ত্রী মনে করে।

ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করা হতো বলে কুরআনে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। দেব-দেবীদেরকেও আল্লাহর বংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। কতক স্বৈরশাসক নিজেদেরকে স্রষ্টার বংশধর বলে দাবি করেছে। এভাবেই আল্লাহর যাতের সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করা হয়।

(খ) شِرْكٌ فِى الصِّفَاتِ — আল্লাহর গুণাবলির সাথে শরীক করা।

যে সব গুণ একান্তই আল্লাহর সে সব গুণ কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

যেমন ঃ গায়েবী ইলম বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান। কারো সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন বা শুনেন এবং সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

(গ) شِرْكٌ فِى الْاِخْتِيَارَاتِ — আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কোন সত্তাকে শরীক করা।

যে সব ক্ষমতা শুধু আল্লাহর সে সব ক্ষমতা আরও কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। যেমন ঃ

১. আইন দেবার ক্ষমতা, হালাল ও হারাম বা জায়েয ও না জায়েয এর সীমা নির্ধারণ করা। মানব জীবনের জন্য বিধি-বিধান রচনা করা একমাত্র আল্লাহর ইখ্তিয়ার। আল্লাহর দেওয়া আইনের অধীনে মানুষেরও আইন রচনার ক্ষমতা আছে; কিন্তু মৌলিক আইন রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

২. অলৌকিকভাবে কারো উপকার বা ক্ষতি করা, প্রয়োজন পূরণ করা, হেফাযত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, দোয়া শুনা ও কবুল করা, ভাগ্য গড়া ও ভাঙা ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে করার ক্ষমতা আছে মনে করা।

৩. সন্তান দান করা, রোগ দেওয়া ও আরোগ্য করা, রিযক দান, আপদ-বিপদ দেওয়া ও দূর করা ইত্যাদি শুধু আল্লাহর একক ক্ষমতা। এতে কেউ শরীক নেই।

(ঘ) شِرْكٌ فِى الْحُقُوْقِ — আল্লাহর অধিকারে আর কাউকে শরীক করা।

যেমন ঃ রুকু ও সিজদা করা, হাত বেঁধে নত হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো, পশু কুরবানী করা, আপদে-বিপদে কাতরভাবে দোয়া করা, দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় কোন কিছু দান করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বা হক।

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কারো অসন্তুষ্টির ভয় করা, প্রয়োজন পূরণের ও বিপদ দূর করার জন্য দোয়া করা, নিঃশর্ত আনুগত্য করা, সত্য ও অসত্যের মাপকাঠি গণ্য করা ইত্যাদি শুধু আল্লাহর হক। এ সব হকের কোনটি পাওয়ার হক অন্য কোন সত্তার আছে বলে মনে করা শিরক।

কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না। উপর্যুক্ত ৪ প্রকার শিরকের ১নং শির্ক মুসলমানদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাকী সব রকমের শির্কই মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হলো শির্ক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা।

প্রচলিত শির্কের উদাহরণ

১. আমাদের দেশে মানুষের মনগড়া আইন চালু আছে। আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা না করলে বুঝা গেল যে, মানুষের তৈরি চালু আইনকে মন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব আইন বৈধ মনে করা যে শির্ক তা অনেকেই বুঝে না। যারা এসব অবৈধ আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করে তারা শির্ক থেকে বেঁচে গেল।

২. রিযকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। যে পেশাই গ্রহণ করা হোক ঐ পেশা রায্যাক নয়। ঐ পেশা নষ্ট হলেও আল্লাহ অন্য উপায়ে রিয্ক দিতে সক্ষম।

কোন স্কুল, কলেজ বা মাদরাসার শিক্ষক ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে দীনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি কেউ চাকরি চলে যাবার ভয়ে ইকামাতে দীনের কাজ বন্ধ করে তাহলে বুঝা গেল যে, সে আল্লাহকে একমাত্র রায্যাক মনে করে না। সে চাকরিকেও রিয্কদাতা হিসেবে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে। এভাবেই শির্ক ঈমানকে দুর্বল করে। ঈমান শির্কমুক্ত না হলে মযবুত হতে পারে না। যে চাকরি বাঁচাবার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করা বন্ধ করল, আল্লাহর সাথে তার ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

কয়েক বছর আগে খুলনা থেকে এক যুবক আলেম আমার সাথে দেখা করলেন। বললেন, আমি খুলনায় এক মসজিদের ইমাম ছিলাম। আমি প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। মসজিদের কমিটিতে চরমোনাইর পীরের মুরীদদের সংখ্যাই বেশি। তারা আমাকে জানালেন যে, জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ না করলে আমাকে ইমামতী ত্যাগ করতে হবে। কারণ আমি বুঝে শুনে জামায়াতে কাজ করছিলাম। আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি।

যদি তিনি চাকুরীতে বহাল থাকার জন্য জামায়াত ত্যাগ করতেন তাহলে এটা শির্ক হতো এবং আল্লাহর সাথে তাঁর ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো। তিনি শির্ক থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই সাহস করে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

www.pathagar.com

এর বিপরীত উদাহরণই বেশি পাওয়া যায়। কুমিল্লা জিলার এক দাখিল মাদরাসার দু'জন তরুণ শিক্ষক আমার সাথে দেখা করতে এলো। পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, আমরা দুজনই ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথী ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা যেখানে শিক্ষকতা করছ ওখানে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন নেই? জওয়াবে বলল, অবশ্যই আছে। বললাম, তাহলে জামায়াতের সাথে কী সম্পর্ক তা তো বললে না। বলল, মাদরাসার সুপার এতো জামায়াত বিরোধী যে, আমরা জামায়াত করছি জানলে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি আল্লাহকে রায্যাক মনে কর না? বিস্মিত হয়ে এ কথা কেন বললাম তা জানতে চাইল। বললাম, তোমরা ঐ মাদরাসাকেও রিয্কদাতা মনে করছ। এটা শির্ক। এ কারণেই এ দুর্বলতা প্রদর্শন করছ এবং চাকরি বাঁচাবার জন্য দীনের দায়িত্বে অবহেলা করছ। এতে ঈমানের দুর্বলতাই প্রকাশ পেলো। এতে আল্লাহর সাথে ঈমানী সম্পর্কটাই ছিন্ন হয়ে গেলো কি-না তোমরা ভেবে দেখ।

৩. আমাদের দেশে অনেক লোক আযমীরে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র) এবং বাগদাদে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর মাযারে যেয়ে তাঁদের নিকট সন্তানের জন্য, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, রোগ দূর করে দেবার জন্য এবং আরও বিভিন্ন রকম মকসূদ হাসিলের উদ্দেশ্যে দোয়া করে। এ সব দোয়া শুধু আল্লাহর দরবারেই করা প্রয়োজন। বুজুর্গদের মাযারে যেয়ে দোয়া করা সুস্পষ্ট শির্ক। ওখানে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করাও সঠিক নয়। আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য সেখানে যাওয়া অর্থহীন।

মাযার ও কবরের সাথে সম্পর্কিত বহু রকমের শির্ক ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে চালু রয়েছে।

তাগূতের অর্থ

তাগূত শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ তাআলা আয়াতুল কুরসীতে তাঁর সার্বভৌম গুণাবলি উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

"অতএব যে কেউ তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে যা কখনও ছিঁড়বে না। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। (আল বাকারাহ ঃ ২৫৬)

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি উল্লেখ করে এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়েছে, কেউ যদি উপর্যুক্ত গুণাবলিসম্পন্ন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তাগুতের কাফির হতে হবে। তাগুতের কাফির

www.pathagar.com

না হয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে তাগুতের চাপে ও দাপটে সে ঈমানের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাগূতের চাপে ঐ সম্পর্ক বহাল থাকে না। তাগূতকে মানতে অস্বীকার করলে অর্থাৎ তাগূতের চাপকে অগ্রাহ্য করার হিম্মত করলে আল্লাহর সাথে ঈমানের সম্পর্ক এমন মযবুত হয় যে তা আর ছিন্ন হয় না। আয়াতে ঈমানের এ সম্পর্কটিকে রশি বা রজ্জুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এ কারণেই মযবুত ঈমানের শর্ত হিসেবে তাগূতকে মানতে অস্বীকার করতে হবে বা তাগূতের কাফির হতে হবে। তাই তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন বা তাগূতকে ঠিকমতো চিনে নেওয়া দরকার।

তাগূত সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের টীকা পড়েও মনে তৃপ্তি বোধ না করায় সরাসরি মাওলানা মওদূদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি যা বললেন, তা নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য যেমন বাধ্য করেননি, অমান্য করতেও বাধ্য করেননি। মানা ও না মানার ইখ্তিয়ার মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহর নাফরমানীর দুটো সীমা রয়েছে। প্রাথমিক সীমা হলো فِسْقٌ (ফিস্ক) আর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে كُفْرٌ (কুফর)। যে আল্লাহর হুকুম স্বীকার করে বটে, কিন্তু পালন করে না সে ফাসিক। আর যে হুকুমকে স্বীকারই করে না সে কাফির। যে নাফরমানীর এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করে সেই তাগূত।

ব্যক্তিগতভাবে কেউ ফাসিক বা কেউ কাফির হতে পারে। এটা যার যার ইখ্তিয়ার বা স্বাধীন ইচ্ছা। আল্লাহর নাফরমানীর এ দুটো সীমা রয়েছে। যে এ সীমাও লঙ্ঘন করে সে হলো তাগূত (طَاغُوْتٌ)। এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করার মানে কী? কেমন করে এ সীমা লঙ্ঘন করা হয়? এটা বুঝলেই তাগূতকে চেনা সহজ হবে।

যে নিজে ফাসেক এবং অন্য মানুষকেও ফাসেক বানাবার চেষ্টা করে সেই তাগূত। সে নাফরমানীর প্রাথমিক সীমা লঙ্ঘন করলো। যে নিজে কাফির এবং অন্যকেও কাফির বানাবার চেষ্টা করে সেই তাগূত। সে আল্লাহর নাফরমানীর শেষ সীমাও লঙ্ঘন করলো।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বুঝবার আছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে নিজস্ব সত্তা দিয়ে আলাদাভাবে পয়দা করেন। সে দুনিয়ায় আসবার সময় যেমন একা আসে, যাবার সময়ও একাই যায়। আখিরাতে তাকে তার কৃতকর্মের ফল আলাদাভাবেই দেওয়া হবে।

তার শাস্তি সে একাই ভোগ করবে। তার পুরস্কারও সে একাই পাবে। তার কর্মের জন্য সেই দায়ী হবে। তাই তাকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখ্তিয়ার এককভাবেই দেওয়া হয়েছে। অন্য মানুষকে আল্লাহর নাফরমান বানাবার কোন

www.pathagar.com

ইখ্তিয়ার কাউকে দেওয়া হয়নি। যারা নিজে নাফরমান এবং অন্যকেও নাফরমান বানাতে চেষ্টা করে তারাই আল্লাহর দেওয়া নাফরমানীর সীমা লঙ্ঘন করে। এরাই তাগূত।

তাগূতের পরিচয়

তাগূতকে মানতে অস্বীকার করতে হলে কে কে তাগূত তা জানতে হবে। কুরআনে তালাশ করলে ৫ প্রকার তাগূত পাওয়া যায়।

১. নাফস ও হাওয়া (اَلنَّفْسُ ، اَلْهَوٰى) নাফস মানে প্রবৃত্তি, আর হাওয়া মানে কুপ্রবৃত্তি। দেহের যাবতীয় দাবিকে একসাথে নাফস বলা হয়। যে দাবি মন্দ তাকেই হাওয়া বলে।

দেহের ভাল ও মন্দের কোন ধারণা নেই। এ ধারণা আছে বিবেকের। রূহের সিদ্ধান্তই বিবেক। নাফস বা দেহের দাবি মন্দ বলেই ধরে নিতে হবে। বিবেক যাচাই করে বলে দেয় কোন দাবিটা ভাল বা মন্দ। সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ —নিশ্চয়ই নাফস মন্দেরই হুকুম দেয়। আল্লাহর নাফরমানীর জন্য তাগিদ দেয় বলেই নাফস তাগূত।

যদি কেউ সত্যিই আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই নাফসের কাফির হতে হবে। কেউ যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে চায় তাহলে প্রথমেই তাকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, "আমি নাফসের কথা মেনে চলব না-না-না"। অর্থাৎ আমি বিবেকের বিরুদ্ধে চলব না-না-না।

এ সিদ্ধান্ত না নিলে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও নাফসের গোলামই থেকে যাবে। সে আল্লাহকে ইলাহ বা হুকুমকর্তা স্বীকার করা সত্ত্বেও নাফস বা হাওয়াকে ইলাহ হিসেবেই মেনে চলবে। সূরা আল ফুরকানের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ , সূরা আল জাসিয়ার ২৩ নং আয়াতে আছে, اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ অর্থ: তুমি কি তাকে দেখেছ যে তার কুপ্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে?

কুরআনের অনুবাদে অনেকেই তাগূত অর্থ লিখেছেন শয়তান। শয়তান আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য উসকে দেয় বলে শয়তান অবশ্যই তাগূত। কিন্তু তাগূত অর্থ শয়তান নয়। যারা তাগূতের অর্থ শয়তান লিখেছেন, তারা তাগূতের সঠিক পরিচয় জানেন না।

আমি শয়তানকে পৃথকভাবে তাগূত গণ্য করি না। কারণ শয়তান মানুষের নাফসকে বিভ্রান্ত করেই নাফরমানীর জন্য ওয়াসওয়াসা দেয়। তাই প্রথম নম্বর তাগূতের মধ্যেই শয়তান অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে নাফস ও শয়তানকে একই সাথে তালিকার ১ নম্বরে রাখা যায়।

www.pathagar.com

২. শরীয়ত বিরোধী প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারও তাগূত। (Customs and traditions)

সূরা আল বাকারায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا .

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হলো যে, আল্লাহ যা (ওয়াহী যোগে) নাযিল করেছেন তা মেনে চল, তখন তারা বলল, আমাদের বাপ-দাদাকে যা মেনে চলতে দেখেছি আমরা তাই মেনে চলব। (আল বাকারাহ ঃ ১৭০)

সমাজে বহু কু-প্রথা প্রচলিত আছে যা শরীয়ত বিরোধী। ধর্মের নামেও বহু শরীয়ত বিরোধী প্রথা চালু আছে। বিয়ে-শাদীতে তো কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন আছে। কুপ্রথাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। এসবকে অমান্য করতে গেলে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কু প্রথাগুলো আইনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আইন চালু করতে হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (Law Enforcing Agency) প্রয়োজন হয়। কুপ্রথা নিজের শক্তি বলেই চালু থাকে। আইন করেও তা দূর করা সহজ নয়।

এ কারণেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোও তাগূত। এসবকে মানতে অস্বীকার না করলে ঈমানের দাবি পূরণ করা যায় না। এগুলো আল্লাহর হুকুমের বিরোধী। এ সবকে মেনে চললে আল্লাহকে অমান্য করা হয়।

৩. শাসন-শক্তিও তাগূত। শাসন-শক্তি বললে শুধু গভর্নমেন্টই বুঝায় না। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্বামীও শাসন-শক্তি। পরিবারে পিতা শাসন-শক্তি। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানও শাসন-শক্তি। কিছু লোকের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ যার আছে সেই শাসন-শক্তি। একটি দেশে সরকার হলো সবচেয়ে শক্তিশালী শাসন-শক্তি। কুরআনে ফিরআউন ও নমরূদকে শাসন-শক্তি হিসেবেই তাগূত বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা মুসা (আ)-কে ফিরআউনের নিকট যাবার আদেশ যে ভাষায় দিলেন, সেখানেও ফিরআউনকে সীমালঙ্ঘনকারী বলেই উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى .

"হে মুসা! ফিরআউনের নিকট যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।" (সূরা তোয়াহা ঃ ২৪)

শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে অধীনস্থদের উপর আল্লাহর আইনের বিরোধী নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তারা আল্লাহর নাফরমানী করায় বাধ্য করতে পারে। তাই এসবও তাগূত। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি হলো আল্লাহর নাফরমানী করতে অস্বীকার করা। তা না করলে ঈমানে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

৪. রিযক বন্ধ করার ভয় দেখাবার শক্তিও তাগূত। এ তাগূতটি শাসন শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়ে রিয্ক বন্ধ করার ক্ষমতা যাদের আছে তারা শাসন-শক্তিই বটে। তবু এটা পৃথকভাবে গন্য করার যোগ্য তাগূত। শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিতে পারে ও বিভিন্নভাবে ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু চাকরি থেকে বরখাস্ত করার শাস্তিটি চরম যুল্ম বলেই রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখাবার শক্তিকে শাসন-শক্তি থেকে আলাদাভাবে গণ্য করা হলো। এ শক্তি প্রয়োগ করে অধীনস্থদেরকে আল্লাহর নাফরমানী করতে বাধ্য করা যায় বলেই এটাও তাগূত।

৫. অন্ধভাবে মেনে চলার দাবিদার শক্তিও তাগূত। সমাজে এমন কতক লোক আছে, যারা তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে চলার জন্য নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম। তাদের দাবি হলো, বিনা যুক্তিতে তাদের কথা মেনে চলতে হবে। বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করতে হবে। বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের হুকুম পালনের অধিকার তারা দাবি করে।

অথচ আল্লাহ ও রাসূল (স) ছাড়া এ দাবি করার আর কারো অধিকার নেই। যেহেতু আল্লাহ্ নির্ভুল এবং রাসূল (স) আল্লাহর ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত বলে তিনিও নির্ভুল, সেহেতু এ দু'সত্তাকে বিনা দ্বিধায় শর্তহীনভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া আর কারো এ জাতীয় আনুগত্যের দাবিদার হবার অধিকার নেই। তাই যারা এ দাবি করে তারাও তাগূত।

সূরা আত-তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يَتَّخِذُوْنَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থঃ তারা তাদের ওলামা ও পীরদেরকে আল্লাহর বদলে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হাদীসে এর অর্থ বলা হয়েছে যে, তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে নিয়েছে। তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে যে ফায়সালাই দেয় তা অন্ধভাবে স্বীকার করে নেয়।

অন্ধভাবে মেনে নেবার দাবিদার শক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন আছে, রাজনৈতিক ময়দানেও রয়েছে। দলের সিদ্ধান্ত, নেতা বা নেত্রীর সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে হলেও অন্ধভাবে তা মানতে হয়। না মানলে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, এ ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই এ জাতীয় শক্তিও তাগূত।

তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে দীনের পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন এক পীর সাহেব মুরীদদেরকে বললেন যে, তোমরা মাওলানা মওদূদীর বই পড়বে না। পীরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে যারা বই পড়লো না তারা ইকামাতে দীনের পথ চিনতে ব্যর্থ হলো। আমার কয়েকজন তাবলীগী ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মাওলানা মওদূদীর বই পড়তে দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ পর আরও বই নিয়ে গেলাম। আগের দেওয়া বই ফেরত চাইলাম। বই ফেরত দিলেন এবং আর কোন

www.pathagar.com

বই নিজেই রাযী হলেন না। জিজ্ঞেস করলাম, বই কি পড়েছিলেন? জওয়াবে বললেন, "এসব বই পড়তে মুরুব্বীরা মানা করেছেন।" আমি বললাম, "মুরুব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কেন?" এর জওয়াবে যা বললেন তাতে বুঝলাম যে এসব বই পড়েই আমি 'গুমরাহ' হয়েছি বলে তাদেরকে পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, "যদি কোন বই পড়লেই ঈমান নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন দুর্বল ঈমান কী করে রক্ষা করবেন"?

আমার খুব আফসোস হলো। যাদেরকে বই পড়তে দিয়েছিলাম তারা তাবলীগ জামায়াতে আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাদের একজন আমার হাতেই রিক্রুট হয়েছেন। তারা তাগূতের পাল্লায় পড়ে ইকামাতে দীনের পথ চিনবার সুযোগ না পাওয়ায় তাদের জন্য বেদনা বোধ করেছি।

এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা ৫ রকমের তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। মযবুত ঈমানের জন্য তাগূতকে অস্বীকার করা এ কারণেই অত্যন্ত জরুরী।

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

সূরা আন্‌-নাহলের এ ৩৬ নং আয়াতটিতে আল্লাহ বলেন, "আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট (এ নির্দেশ দিয়ে) রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক।"

নমরূদ ও ফিরআউন খোদায়ী দাবি করেছিল বলে বলা হয়। কিন্তু তারা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দাবি করেনি। তারা মানুষকে তাদের হুকুমের দাস বানিয়ে রেখেছিল। মানুষকে আল্লার দাস হতে বাধা দিয়ে নিজেদের দাস হতে বাধ্য করেছিল। এ অর্থেই তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা খোদায়ী দাবি করেছিল। তারা আধুনিক যুগের পরিভাষায় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ছিল মাত্র।

তাগূতের কাজই হলো আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে রেখে তার দাসত্ব করতে বাধ্য করা। তাই যারা আল্লাহর দাসত্ব করতে আগ্রহী তাদেরকে সচেতনভাবে সবরকম তাগূতী শক্তিকে পরিহার করে তাদের থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কালেমায়ে তাইয়েবা তাগূত বিরোধী

কালেমায়ে তাইয়েবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর মূল কথা হলো, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, আর কোন ইলাহ নেই। এ বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য اَللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ বললেই তো চলতো। তা না করে لَا দিয়ে কেন শুরু করা হলো? لَا মানে নেই। নেই দিয়ে কেন শুরু করা হলো? মানব সমাজে বহু হুকুমকর্তা রয়েছে। মানব মনের উপর এরা রাজত্ব করে। মানুষ এদের হুকুম মেনে চলে: হয় বাধ্য হয়ে, না হয় লোভে পড়ে। এসব হুকুমকর্তা (ইলাহ) হলো আসলে তাগূত। তাই যারাই

www.pathagar.com

কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করতে চায় তাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার আগেই তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, সূরা আল-বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে যে ফরমে فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ বলা হয়েছে সে ফরমেই প্রথমে অস্বীকার দ্বারা শুরু করা হয়েছে। ঐ আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই তাগূতের কুফরী করতে বলা হয়েছে। لَا اِلٰهَ দ্বারা তাগূতকে অস্বীকার করার ঘোষণা দেবার পরে اِلَّا اللّٰهُ বলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

যারা তাগুতের পরিচয় জানে না তারা 'লা ইলাহা' দ্বারা কাদেরকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা বুঝতেই পারে না। তারা না বুঝে তোতাপাখির মতো কালেমা উচ্চারণ করে থাকে এবং তাগূতের দাসত্ব করতে থাকে।

একটি সহজ উদাহরণ

জমিতে ধানের বীজ বপন করতে হলে প্রথমেই জমিকে আগাছামুক্ত করতে হবে। আগাছা দূর না করে ধান ফেললে ফসল তো দূরের কথা, বীজ ধানও ফিরে পাওয়া যাবে না। কৃষি জমি যেমন খালি থাকে না মানুষের মনের জমিও খালি থাকে না। ঐ ৫ রকম তাগূত মানব মন দখল করে থাকে। মনে ঈমানের বীজ ফেলতে হলে মন থেকে প্রথমে সব তাগূতকে তাড়াতে হবে। তা না হলে মনের যমীনে ঈমানের বীজ বপনের জায়গাই হবে না।

তাগূতের সারকথা

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিনকে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য পয়দা করেছেন। আল্লাহ সূরা আয্-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

অর্থ ঃ আমি জিন ও ইনসানকে আমার দাসত্ব করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।

এ কথার একটি মর্ম হলো, আল্লাহ শুধু তাঁরই দাসত্ব করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর কারো দাসত্ব করার জন্য নয়। তাই যারা আল্লাহর দাসত্বের বদলে কোন সৃষ্টির দাসত্ব করে তারা নিজেদেরকেই হেয় করে এবং মানুষ হিসেবে মর্যাদা হারায়। তারা পশুর পর্যায়ে গণ্য হয়।

ঐ কথাটির অপর মর্ম হলো, যারা আল্লাহর দাসত্ব করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রভুত্ব করার অপচেষ্টা চালায় তারাই তাগূতে পরিণত হয়। তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের বান্দাহ বানায়। শাসন-শক্তি, রিয্ক বন্ধ করে দেবার ভয় দেখাবার শক্তি ও অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি হিসেবে তারা আল্লাহর বান্দাহদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে চরম সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

এসব শক্তি আল্লাহর দাসত্ব করা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। তাই আল্লাহর দাসত্ব করতে হলে এসব শক্তিকে মানতে অস্বীকার করার সাহস থাকতে হবে। এ সাহস যাদের নেই তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিদার হলেও পদে পদে তাগূতের নিকট পরাজিত হতে থাকবে। সূরা আল-আনকাবুতের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ মানুষ কি মনে করে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেওয়া হবে?

ঈমানের পরীক্ষা আসে তাগূতের মাধ্যমে। তাগূতকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত না থাকলে পরীক্ষায় অবশ্যই ফেল করবে।

মযবুত ঈমানের সুফল

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মেনে চলার সিদ্ধান্তই ঈমান। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে ঈমানের দাবি পূরণ করতে হবে। ঈমানের দাবি পূরণ করতে হলে ঈমানকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। ঈমানকে শুধু দুর্বলতামুক্ত রাখাই যথেষ্ট নয়, ঈমানকে অত্যন্ত মযবুত করার জন্য ঐ দুটো শর্তই পূরণ করতে হবে।

যে মযবুত ঈমানের অধিকারী সে –

১. দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা দ্বিধায় ভোগে না। সব অবস্থায় মনে প্রশান্তি ভোগ করে এবং তৃপ্তি বোধ করে। এ প্রশান্তি ও তৃপ্তি এমন বেহেশতী নেয়ামত যার কোন তুলনা নেই।

২. আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের তীব্র কামনা এমনভাবে অন্তর দখল করে রাখে যে, দুনিয়ার কোন বড় স্বার্থের লোভেও বিভ্রান্ত হয় না।

৩. আল্লাহ্ সবসময় সাথে আছেন, এ চেতনার ফলে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ ও রোগ-শোকে বিচলিত ও পেরেশান হয় না এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ ও সবরের নিয়ামত লাভ করে।

৪. একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া মৃত্যু ভয়সহ সকল ভয় থেকে মুক্ত থাকে। মৃত্যুকে আল্লাহর সাথে মিলিত হবার মহাসুযোগ মনে করে এবং শহীদী মৃত্যুই কামনা করে।

৫. দুনিয়ার যে সব জিনিসের ভালবাসার দায়িত্ব আল্লাহ্ দিয়েছেন এসবের আকর্ষণ সত্ত্বেও আল্লাহ, রাসূল (স) ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে প্রাধান্য দেবার যোগ্যতা হাসিল করে।

৬. সকল রকম শিরক থেকে ঈমানকে মুক্ত রেখে তাওহীদের দাবি পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৭. সকল প্রকার তাগূতকে অস্বীকার করার হিম্মত রাখে এবং ঈমানের দাবি পূরণ করে তৃপ্তিবোধ করে।

www.pathagar.com

www.icsbook.info

www.pathagar.com

www.pathagar.com